দৈনিক সংবাদ

35

তারিখ ... FEB 23 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন

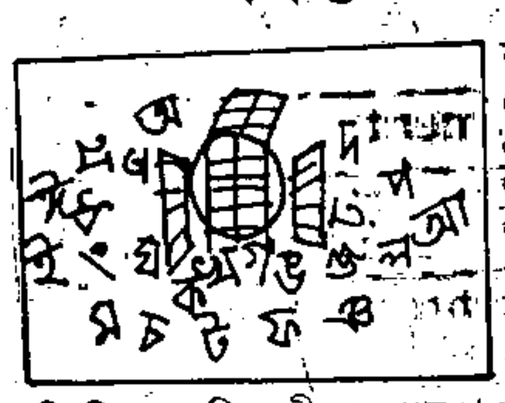

যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। এবারের একুশে ২০০০ সালের প্রথম একুশে। এবারের একুশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক আন্তর্জাতিক মাত্রা। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এবারের ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হলো এই দিবস। মাতৃভাষার জন্য বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার প্রমুখ শহীদের আত্মদানের স্মৃতিবাহী এই দিনটি এখন বিশ্ববাসীর অহঙ্কার। একুশের এই বিশ্বস্বীকৃতি আমাদের অর্থাৎ প্রতিটি বাঙালীর জন্যই বিপুল আনন্দের ব্যাপার, বিরাট গৌরবের ব্যাপার। এবার ২০০০ সালের প্রথম একুশে পালিত হয়েছে অধিক প্রাণোচ্ছলতায়, অধিকতর হৃদয়মাখা আবেগে। শহীদ মিনার ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে। একুশের প্রথম প্রহরের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু এই পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পালা। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেত্রীসহ সর্ব পর্যায়ের মানুষ, বিভিন্ন সংগঠন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছেন শহীদ মিনারে। মানুষের ঢল নেমেছিল সেখানে। ঢল নেমেছিল বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণসহ সমগ্র এলাকায়। মানুষ প্রাণের আবেগে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে শহীদদের উদ্দেশে। একুশের চেতনায় সমগ্র জাতি এক হয়েছে বরাবরের মতো।

এবার একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনান। এই বার্তায় তিনি বলেছেন, এই দিবস সকল জনগণের মধ্যে তাদের মাতৃভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। বিশ্বায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এই যুগে মাত্র গুটিকয়েক ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা পাওয়ায় দেশীয় ভাষাসমূহের বহুমুখিতা সমুন্নত রাখা অপরিহার্য।

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের উপর অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছে। একুশের আন্তর্জাতিকতার কারণেও আরও নতুন নতুন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমাদের ওপর। প্রথমত দেশে একুশের সর্বজনীন চেতনার ব্যাপক বিস্তার হলেও আজও আমরা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দেশের সবাইকে এক করতে পারিনি অর্থাৎ যে ভাষার জন্য বরকত-রফিকের জীবন দান, সেই ভাষার বর্ণমালার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে পারিনি দেশের প্রতিটি মানুষকে। আজও আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর। এখন বিশ্বে নতুন যুগ এসেছে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন পিছিয়ে, তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে রয়েছি। দেশের সবাইকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা দূরে থাক, সবাইকে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করাও সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। দেশে ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার তথা প্রতিটি মানুষের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য জরুরী। একুশের চেতনা বাস্তবায়নের জন্যই এটা প্রয়োজন।

একুশের চেতনা বাস্তবায়নের জন্যই আমাদের মাতৃভাষার চর্চা যেমন ব্যাপক করতে হবে, সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন যেমন নিশ্চিত করতে হবে, তেমনি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। কম্পিউটারায়নের এই যুগে বাংলাকে কম্পিউটারের কাজেও যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। এ ব্যাপারে অবশ্য সরকারী একটি উদ্যোগের কথা শোনা গেছে, যা আশাব্যঞ্জক। জানা গেছে, বাংলাভাষায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সফটওয়ার তৈরির প্রধান দু'টি বাধা দূর করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে। আগামী বাজেটে এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আমরা মনে করি যত দ্রুত সম্ভব এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে, এগিয়ে নিতে হবে আমাদের মাতৃভাষাকে। অমর একুশে আমাদের গর্ব। একুশ আমাদের জন্য যে কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, যে দায়িত্ব আমাদের ওপর একুশে ফেব্রুয়ারি অর্পণ করেছে, সেসব প্রতিটি দায়িত্ব ও কর্তব্য আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে। বাংলাভাষাকে রক্ষা ও তার ব্যাপক বিকাশ সম্ভব শিক্ষার সর্বস্তরে এই ভাষার ব্যাপক ব্যবহার সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে, দেশের সকল মানুষকে শিক্ষিত করে বাংলার ব্যবহারকে সকল পর্যায় ও স্তরে অবাধ করে দেয়ার মাধ্যমে। যত দ্রুত সম্ভব সেই কর্তব্যটি আমাদের সমাধা করতে হবে।